

আজিজনামা এবং 'হলি' আদালত

-জাহেদ আহমদ
worldcitizen73@yahoo.com

পতিত স্বৈরশাসক এরশাদকে 'বিশ্ববেহায়া' টাইটেল দিয়েছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। কালক্রমে এরশাদ তাঁর চারিত্রিক বেহায়াপনা, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক কপটতা দ্বারা প্রমাণ করেছেন- কামরুল হাসানের দেয়া টাইটেলটি তাঁর ক্ষেত্রে খুবই যুৎসই ছিল। কিন্তু দেশের একজন মান্যবর 'বিচারপতি' যখন কেবল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের দালালি করার জন্য সমস্ত আত্ম-সম্মান, দেশপ্রেম জলাঞ্জলি দিয়ে দেশকে দুর্যোগের মুখে ঠেলে দেন, তাঁকে কি অভিধায় সম্বোধন করা উচিত? আমাদের? কেবল 'পদলোভী-স্বার্থপর একজন ব্যক্তি' বললেতো কম বলা হয়।

বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আমার কাছে বরাবরই 'পিক্যুলিয়ার' মনে হয়েছে। প্রায় সময়ই এটি সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। আর তা হচ্ছে- তথাকথিত 'আদালত অবমাননা'র বিষয়টি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আপনি অন্যসব ব্যাপারেই মুখ খুলতে পারেন, কেবল আদালত সম্পর্কে খোলাখোলি কোন মনতব্য করা ব্যতিত। আর তা করলে সাথে সাথে আপনার উপর আদালতের খড়্গহস্ত নেমে আসবে এই অভিযোগে- আপনি 'মহান' আদালতকে 'অবমাননা' করেছেন। দেশের অনেক সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাগরিক, পত্রিকার সম্পাদক, বুদ্ধিজীবীগণ বছবার এই 'আদালত অবমাননা'র অভিযোগে নাজেহাল হয়েছেন। ব্যাপারটি নিয়ে অভিযোগ থাকলে ও প্রকাশ্যে কেউ তেমন একটা উচ্চবাক্য করেন না। মনে হয়, ভয় পান। এটি আমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য একটা মানসিকতা বলে মনে হয়। কখনো কখনো রোগীর প্রেক্ষিপশন লেখার সময় একজন ডাক্তারের ভুল হতে পারে, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষক ও পড়ানোর সময় ভুল করতে পারেন; তেমনি একজন প্রযুক্তিবিদের ও হতে পারে ভুল। দেখবার বিষয় হচ্ছে ভুলটি ইচ্ছাকৃত কি-না। প্রশ্ন হলঃ একজন বিচারক কি রায় দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন না? নাকি, তিনি মানুষের বাইরের কোন প্রজাতি? যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের বাচ্চাদের এখন থেকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার সময় বলা উচিতঃ *To err is human except for the judiciaries in Bangladesh.* (অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে, কেবলমাত্র বাংলাদেশের আদালতের 'মহামান্য' বিচারকরা ব্যতিত।) আর যদি তা না হয়, তাহলে এই 'আদালত অবমাননা' ব্যাপারটির গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা কি? এ দেশের কিছু কিছু বিচারক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে 'বিরতবোধ' করেন। এর সম্ভাব্য কারণ আমার মতে একটাই থাকতে পারে- কেবল মাঝে মাঝেই এইসব বিচারকদের বিবেক সজাগ হয়। একজন নীতিবান, নির্লোভ এবং নিরপেক্ষ বিচারক রায় দেয়ার ক্ষেত্রে কোন দল বা গোষ্ঠীর চাপের মুখে নতি স্বীকার করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। এখানে 'বিরতবোধ' করার কি আছে? অবশ্য কারো কাছ থেকে কোন ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে কাউকে যদি সেই লোকের বা দলের বিপক্ষে কিছু করতে হয়, তখন তিনি হয়তো 'বিরতবোধ' করতেই পারেন। তবে এত কথা বলার মানে মোটে ও এই নয় যে, আমি চাই অকারণে কেউ একজন বিচারক বা দেশের বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করুক। যেমন একই ভাবে আমি চাই না, অকারণে কেউ একজন ডাক্তার বা সাংবাদিককে গালিগালাজ করুক। কিন্তু সমালোচনা যদি যুক্তি নির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ হয়ে থাকে, তাহলে কেবল তথাকথিত 'অবমাননার' দোহাই দিয়ে নাগরিকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হচ্ছে কেন? এটা তো আমার কাছে ইসলামী শারিয়া রাস্ট্রের কুখ্যাত 'ব্লাসফেমি' আইনের মতই মনে হয়। কবে আমরা এর প্রতিকার দেখতে পাব?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজের কথায় ফিরে আসি। *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের 'মনতব্য প্রতিবেদন'-এ প্রকাশ- অতি সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে দুজন উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশন অফিসে গিয়ে আজিজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে

উপদেষ্টাদের পক্ষে (পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) অনুরোধ করেন, যেন তিনি (আজিজ) দেশকে সংকট থেকে উদ্ধারের স্বার্থে দ্রুত পদত্যাগ করেন। এম এ আজিজ তৎক্ষণাত তাঁদের কে 'না' জানিয়ে দেন। মজার ব্যাপার, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি পরে আজিজ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তাঁর কাছে পদত্যাগের কোন অনুরোধ আসেনি। মতিউর রহমান তাই পরিস্কার ভাষায় লিখছেন, 'আপনি(আজিজ) মিথ্যা বলেছেন।' জামাত-বিএনপি সরকারের আমলে প্রশাসনিক দলীয়করণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এম এ আজিজের মত অথর্ব বিচারকদের দেখে তার কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থাকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে একটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারটি ও যে কত জরুরী, আজিজকে দেখে সেটা ও বোঝা যায়। দুঃখের ব্যাপার, ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামীলীগ ও এই কাজটি করেনি। সম্প্রতি নিউইয়র্ক ভিজিটকালে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আইন মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুকে একজন প্রবাসী ভদ্রলোক এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি যুৎসই কোন জবাব দিতে পারেননি। তবে একই সভায় অনেক প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে ডঃ কামাল হোসেন চৌদ্দ দলের পক্ষ থেকে এই ওয়াদা করেছেন যে, তাঁরা আওয়ামীলীগসহ যৌথভাবে ক্ষমতার অংশীদার হলে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এই ব্যাপারে প্রস্তাব পাশ করবেন।

আমারা আশা করছি, জাতির ভাগ্যাকাশে কাল মেঘ শীঘ্রই কেটে যাবে। আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিভাগের মর্যাদা পাবে। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী একটি ব্যাপার। বিচার বিভাগ সততা, নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেরলে আমাদের এই গরীবদেশের লোকজনের শেষ ভরসার আর রইলটা কি?

নিউইয়র্ক

৮ নভেম্বর ২০০৬